যুগান্তর

তারিখ 31 MAR 2018
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

বরিশালে পরীক্ষার্থীদের জিম্মি করে অর্থ আদায়

বরিশাল ব্যুরো

বরিশালের বিভিন্ন কলেজে প্রবেশপত্রের বিনিময়ে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাদের জিম্মি করে সর্বোচ্চ ১ হাজার টাকা আদায় করা হচ্ছে বলে জেলার মেহেন্দীগঞ্জ ও হিজলার কয়েকটি কলেজের পরীক্ষার্থীরা জানিয়েছেন। একই ধরনের অভিযোগ এসেছে উজিরপুর, বাবুগঞ্জ, মুলাদীর বেশ কয়েকটি কলেজের বিরুদ্ধে। বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অরুন কুমার গাইন জানিয়েছেন, 'প্রবেশপত্র বাবদ পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোনো অর্থ নেয়ার বিধান নেই। এমনটা যারা করছেন তারা অবৈধ কাজ করছেন।' ২ এপ্রিল পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। হিজলা ডিগ্রি কলেজে এবার এইচএসসি পরীক্ষার্থী ৬৪৪ জন।

এইচএসসির প্রবেশপত্র বিতরণ

কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রবেশপত্র দেয়ার বিনিময়ে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ১ হাজার টাকা করে নিচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের এক পরীক্ষার্থী জানান, প্রবেশপত্র বাবদ তাদের কাছ থেকে ১ হাজার টাকা নেয়া হয়েছে। কারও কারও কাছ থেকে ২/১শ' টাকা কম রাখা হয়েছে। একই কলেজের মানবিক বিভাগের আরেক পরীক্ষার্থী জানান, তার কাছ থেকে ৫০০ টাকা নেয়া হয়েছে। অনেকেই ১ হাজার টাকা কেরানির কাছে দিয়ে প্রবেশপত্র নিয়েছেন। তবে কলেজ অধ্যক্ষ খগেন চন্দ্র বিশ্বাস প্রবেশপত্র দেয়ার সময় অর্থ নেয়ার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, পরীক্ষার্থীদের কাছে কিছু বকেয়া টাকা রয়েছে। সেই টাকা নেয়া হচ্ছে। প্রত্যেকের কাছ থেকে ৩শ' থেকে ৪শ' টাকা করে নেয়া হচ্ছে। উপজেলার কাউরিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী ৬৪ জন। তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রবেশপত্র বাবদ ১ হাজার টাকা করে নিচ্ছে কর্তৃপক্ষ। কলেজের মানবিক বিভাগের এক পরীক্ষার্থী জানান, তার আর্থিক অবস্থা অনেক খারাপ। কলেজে আসতে হয় অনেক দূর থেকে। কিন্তু প্রবেশপত্র বাবদ ১ হাজার টাকা ধার্য করায় বিপাকে পড়ে যান তিনি। এ অবস্থায় একজন স্যারকে অনুরোধ করায় ৮শ' টাকা নিয়েছে। এ অর্থ প্রত্যেকের কাছ থেকেই নেয়া হচ্ছে। অভিযোগের বিষয়ে কাউরিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ইসমাইল হোসেন বলেন, 'আমরা প্রবেশপত্র বাবদ ৩শ' টাকা এবং অন্যান্য পাওনা নিচ্ছি। সেন্টার ফি বাবদও অর্থ নেয়া হচ্ছে।' তিনি দাবি করেন, 'ছাত্ররা অনেক কিছুই বলতে পারে।' একই উপজেলার আবদুর জব্বার মেহমান কলেজেও প্রবেশপত্র দেয়ার সময় পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা নেয়া হচ্ছে। উজিরপুরের বিএন খান কলেজের একাধিক পরীক্ষার্থী জানিয়েছেন, তাদের কাছ থেকে প্রবেশপত্র বাবদ ৫শ' টাকা নেয়া হয়েছে। বাবুগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের পরীক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছেন, কেন্দ্র ফি ও উন্নয়ন ফির নামে প্রবেশপত্র নেয়ার সময় ৫শ' টাকা নেয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর বিপ্লব কুমার ভট্টাচার্য বলেন, এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র বাবদ কোনো টাকা নেয়ার সুযোগ নেই। তার কোনো বিধানও নেই। কারণ, কেন্দ্র ফি নেয়া হয়েছে আগেই।' তিনি বলেন, 'এ ধরনের অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে। উজিরপুরের বিএন খান কলেজে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৫শ' টাকা করে নেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কিন্তু কেউ লিখিত অভিযোগ না দেয়ায় কিছুই করা যাচ্ছে না। তারপরও বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'